কবিতা বা কবিতাবিষয়ে

সুস্মিতা পাল

কবিতা আমার বর্ণপরিচয়

কবিতা লিখতে লিখতে কবিতাগুলোর স্বর কি হবে ভাবি। সব কবিতা তো তরতর করে নেমে আসা ঝর্ণা নয়। কবিতা কখনো কখনো নুজ হয়ে যায় ভাবনার ভারে। কবিতার সেই রুক্ষ ভাবনার বুকেও ছন্দ থাকে- সেই ছন্দের বিন্যাস ফুটে ওঠে মনের আসরে। ভাবি, আমাদের প্রত্যেকের জীবন কি এক একটা কবিতা নয়? সেই কবিতা তো আমরা দিন আনি দিন খাই করতে করতেও পাঠ করে চলেছি। সেই পাঠ তথাকথিত স্তোত্র পাঠের মতন নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে আবধ্য নয়। সেই পাঠ আত্মার সাথে আত্মার সংযোগ স্থাপনের নটরাজের নৃত্য।

এইসব ব্যক্তিগত ভাবনার ডালপালা বেড়ে ওঠে সম্পাদক সত্ত্বার কাঁচির ধারের পরোয়া না করে। বন্ধু এলিজাবেথ বলে সেই ধারনাগুলো আরো পাঁচ জনের সাথে ভাগ করে নিতে। কি শিখি ও কেন শিখি যদি প্রশ্ন করে কেউ, উত্তরে আমি জিজ্ঞেস করি, আদৌ কি কিছু শেখানো যায়? শুধু শেখানোর চেষ্টাটা থেকে যায় তেলাপোকার গন্ধের মতন। তবু, আগাছা ভাবা ভাবনাগুলো সাজিয়ে নিতে বসলাম কবিতা পাঠের কর্মশালার পরিকাঠামোর মধ্যে।

***

কবিতা লেখা এক কাজ, কবিতা পাঠ করা আরেক।
আট বছরে জীবনের প্রথম কবিতা লিখেছিলাম। সেই শুরুতে দাঁড়িয়ে কোনো দূরদৃষ্টি ছিল না কবিতা কিরকম ভাবে আষ্টেপৃষ্টে শ্বাসনালীতে এসে ঘর করবে ভবিষ্যতে। ইস্কুলে কবিতা পাঠের আসরে পছন্দের কবিদের কবিতা পরিবেশন করতে শুরু করি। মা আর ইস্কুলের শিক্ষিকারা সাহায্য করেন বিশেষভাবে।
যতক্ষণ কবিতাটা কবির থাকে, ততক্ষণ কবিতার হৃদপিণ্ডটা আমরা ধার করে আনি। সেই হৃদপিণ্ডের দপ্দপানির ছন্দ আমাদের নিজের নয় তখন। আমরা তখন কবিতার শরীরে অশরীরি আত্মা। যখন কবিতা আমাদের রক্তধারায় পরিণত হয়, তখন আমাদের সারা শরীর কবিতা পাঠ করে। সেই জন্যেই, কবিতা পরিবেশনের প্রথম প্রয়োজন কবিতাটাকে একপ্রকার আত্মসাৎ করা। সামাজিক ন্যায়- নীতি আত্মসাৎ করার পক্ষে নয়। আমাদের মজ্জায় মজ্জায় পালন করা সেই শিক্ষা ভুলে যাওয়া সহজ নয়। তাই কবিতা হাতে এলে, কবির নামের ওজন ও সঙ্গে আসে। ওতপ্রোত ভাবে আসে কি ভাবে একটা কবিতা পাঠ হবে তার চাহিদা। সেই চাহিদার লেলিহান দৃষ্টি কে উপেক্ষা করা সহজ নয়। তাই কর্মশালার শুরুতে রাখি নিয়মভাঙ্গা ছড়ার সম্ভার।

***

ছড়া সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা আছে, যে তা হলো বাচ্চাদের জন্য। আর বাচ্চারা এখনো আলুভাতে। ছড়ার আশ্চর্য জগতের সাবলীল সহজ ভাবের আড়ালে, অনেক সময়- ই থাকে গভীর ভাবনার এক বিরাট পৃথিবী। ছড়ার ছন্দে প্রথম পা ফেলে, কর্মশালার নতুন বন্ধুদের আড়ষ্টতা কাটে একটু একটু করে। কবিতার ভারিক্কি

মুখোশটা এক ঝটকায় খুলে না ফেললেও, ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে যায় তার শক্ত মুঠো কবিতার আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করতে করতে।

সেই আলোচনা যাতে তত্ত্বে ভারী না হয়, সেই জন্য সঙ্গে রেখেছিলাম স্পোকেন ওয়ার্ড কবিতার কিছু নমুনা। স্পোকেন ওয়ার্ড কবিতা লেখা হয়, তা পরিবেশন করা হবে বলেই। তার ছন্দের ব্যবহার, শব্দ বা শব্দগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি, বিষয় চয়ন- এ সব কিছুতেই একটা অন্য লেখনীর ধারা আছে। সেই বিশেষ বিশেষ দিকগুলি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল না। আলোচনাটা গড়ে ওঠে ওই পরিবেশনার আঙ্গিক থেকে।
মঞ্চে পরিবেশকের উপস্থিতি, গলার স্বরের তারতম্যের সঙ্গে প্রয়োজন পরিবেশকের কবিতা হয়ে ওঠা। ওয়ার্ডসওয়াথের মেঠো কবিতায় যেমন কর্কশ স্বর মানাবে না, তেমনি মানাবে না ঔদ্ধত্বপূর্ণ মাথা বা হাত নাড়ানো। আবার 'ও ক্যাপ্টেন, মাই ক্যাপ্টেন' বলবে যে স্বর, তার দৃষ্টিতে থাকতে হবে স্থির আকুতি।

***

কবিতার পরিবেশ তৈরির জন্য আধুনিক বাচিকশিল্পীরা অনেকেই আবহসঙ্গীত ব্যবহার করেন। এই বিষয়ে মত প্রয়োগ করা বেশ কঠিন। চলচ্চিত্রে যেমন আবহসঙ্গীতের ব্যবহার নিয়ে অনেক মতভেদ আছে, তেমনি থাকতে পারে কবিতা পাঠের আসরেও। এই সূত্রে একটা সমভাবনার ধারা পাওয়া যেতে পারে চলচ্চিত্রে আর বাচিক শিল্পে। প্রধান পরিবেশক যদি ভাবেন তাঁর সঙ্গতের প্রয়োজন আছে, তাহলে তিনি কোনো একটি অন্য শিল্পকে সঙ্গী করতে পারেন- তা সে সঙ্গীত হতে পারে, মেক- আপ ও কস্টিউম হতে পারে, বা, কোনো প্রপ। যে কোনো পরিস্থিতেই, কবিতা কে মঞ্চে জ্যান্ত করে তুলতে হবে। কবিতা পাঠের কর্মশালার শেষে, বারবার মনে হতে থাকে, কবিতা পাঠ না বলে কবিতা অভিনয় বললে ভালো হয়। কবিতা আসলে মুখোশ খোলার মুখোশ। মঞ্চে উঠে সং সেজে অন্য লোকের লেখা বুলি আওড়ানোয় মুন্সিয়ানা আছে। সঙ্গে আছে অনেকটা নিজের সত্ত্বার রক্তক্ষরণ।

সত্যি বলতে কি, কবিতা পাঠ শেখানো যায় না ; যেমন যায় না জীবনের বেশীর ভাগ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। জীবনের রঙিন পথ চলতে চলতে যেমন আমরা একের পর এক চরিত্রে অভিনয় করে চলি, তেমনি কবিতার পেয়ালা চুকচুক করে চেখে, কবিতার চরিত্রে নিজেদের ঢালি। মঞ্চে উঠে যে কবিতা বলি, সে কবিতা আর কবির থাকে না। সেই কবিতার ঘাড়ে, গলায়, আমাদের ঘামের গন্ধ লেগে যায়। সেই কবিতা আমার হয়ে যায়। আর, কালেভদ্রে, আমি সেই কবিতা হয়ে উঠি।

====

পরিচিতিচিত্রঃ কবি

সুস্মিতা পাল এর লেখালিখি শুরু কৌরব অনলাইনে। পরে মুদ্রিত কৌরব পত্রিকায়। কৌরব প্রকাশনী থেকেই বেরয় ওঁর প্রথম বই। বিবাহ ও কর্মসূত্রে থাকেন অস্ট্রিয়ার গ্রাজ শহরে। রায় ২১: ২০'র কবি। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বর্তমানে একটি আন্তর্জাল সাহিত্য পত্রিকার কর্ণধার। পাশাপাশি সাহিত্য, সিনেমা, সঙ্গীত, রাজনীতি, ইতিহাসের সাথে যত্নে জড়িয়ে থাকা।